যুক্তিবাদী দিবসের শপথ

"জ্ঞানীর জ্ঞানের চেয়ে রাষ্ট্রের কাছে বেশী মুল্যবান হয় অন্ধের ভুল বিশ্বাস।"
--হুমায়ুন আযাদ

উপরের উক্তিটির সত্যতা হুমায়ুন আযাদ প্রমান করলেন নিজের রক্ত দিয়ে। একটা হায়েনা-পশু খাল কেটে কুমীর এনেছিল, আর তার স্ত্রী সাদা কাপড় পরা একটা ভুতনী একটা অসভ্য প্রেতনী, মিথ্যাবাদী রাক্ষসী চেয়ে চেয়ে চেখছে তার কুমীরদের তান্ডব কান্ড। সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী মানুষ যখন এ অন্যায়ের বিচার চাইছে, সেই মিথ্যাবাদী রাক্ষসী দুইটি জনসভায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, এই ঘঠনা ঘঠিয়েছে আওয়ামী লীগ। যেন সে চাক্ষুষ স্বচক্ষে দেখেছে। তবে আর কিসের তদন্ত? স্বয়ং দেশের প্রধান মন্ত্রী সাক্ষী। আসামীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বিলম্ব কিসের? হায়রে অভাগা দেশ, হায়রে কপাল পোড়া বাঙ্গালী জাতি। পশ্চিমা কোন একটি দেশের প্রধান মন্ত্রী এমন লাগামহীন, কান্ডজ্ঞানহীন সাক্ষী দিলে, এতক্ষণে জনগন তার জিহ্বাটা মুখ থেকে টেনে বের করে ছিড়ে ফেলতো।

এখন আমাদের কি করা উচিৎ? তা নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ঠান্ডা মাথায়। হুমায়ুন আযাদ কে? কি চান তিনি? কেন তাঁর উপর প্রাণ নাশক আক্রমন? ঘাতক তৈরী হয় কোথায়, কে যোগায় ইন্ধন, কোথায় পায় এত সাহস? আমরা সবাই এ প্রশ্ন গুলোর উত্তর জানি। আমরা এও জানি, তসলিমা নাসরিন নির্বাসিত, ডঃ কামাল হোসেন প্রতি মুহুর্ত শংকিত, কবি শামসুর রহমান বৃদ্ধ প্রাণটি নিয়ে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত। নিরাপদে ছিলেন না আরজ আলী মাতুব্বর কিংবা কবি সুফিয়া কামাল। আমরা যা জানিনা তা হলো ধর্মানুভুতিতে এখন ই কি চরম আঘাত হানার উপযুক্ত সময়? হাঁ ধর্মানুভুতিতে ই আঘাত। এর বিকল্প নেই হুমায়ুন আযাদের রক্তের, প্রতিশোধ নেয়ার, তাঁর আদর্শ, তাঁর মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার, তাঁর সপ্ন বাস্তবায়ন করার। গোটা পাঁচেক ধর্ম-উম্মাদকে ফাঁসী দিয়ে এ দেশ কে বাঁচানো যাবেনা। হাজার হাজার ধর্ম-উম্মাদ জন্ম নিচ্ছে প্রতিমুহুর্ত। যা করা উচিৎ, আমেরিকার ক্লাষ্টার বোমা দিয়ে এক নিমিষে বাংলার সবগুলো মস্‌জিদ মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেয়া। সংবিধান থেকে বিস্‌মিল্লাহ্‌ সহ ধর্ম-ধর্মানুভুতি শব্দগুলো মুছে ফেলা। এর বিকল্প কোন পথ নেই বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি চিন্তার মুক্তবুদ্ধি চর্চার মানুষদেরকে বাঁচানোর। রক্ত দিয়েছেন মুক্তমনা বিশ্বের একজন শ্রেষ্ট সদস্য। সুতরাং এ দায়ীত্ব নিতে হবে শুধু মুক্তমনাদের,

যুক্তিবাদীদের, ধর্মানুভূতিহীনদের। রাজপথে যারা গলা ফাটানো স্লোগান দিচ্ছে, পত্রিকার পাথাভরা বিবৃতি যারা দিচ্ছে, খোলা মাঠে লোকারণ্য সমাবেশে যারা লোমহর্ষক ভাষন দিচ্ছে, তারা শ'তে নিরান্নব্বই জন, ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের আছে ধর্মানুভুতি, আছে রাজনীতির স্বার্থ। তাদের গলার স্বর একদিন ক্ষান্ত হয়ে যাবে, কলম নিশ্চল হয়ে যাবে, স্তব্ধ হয়ে যাবে রাজপথের মিছিল। মুক্তমনাদের তাদের মিছিলে যোগদান করে, তাদের কাছে বিচার চেয়ে কোন লাভ হবেনা।

সম্মানিত যুক্তিবাদী সদস্যবৃন্দ। আমি জানি এই মুহূর্তে আমরা সবাই গভীর শোকে শোকাহত, মর্মাহত, এক ই সাথে উত্তেজিত ও। আমাদেরকে ভাবতে হবে ঠান্ডা মাথায়। বিভিন্ন ওয়েব সাইডে ঘাতকরা এ ঘঠনায় উল্লাস প্রকাশ করছে। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা সংখ্যায় খুব ই নগন্য। আঘাত হানতে হবে সম্মিলিত ভাবে প্রচন্ডভাবে, যেন পালাবার পথ না পায়। হুমায়ুন আযাদের রক্ত সাক্ষী রেখে কসম করুন, প্রতিজ্ঞা করুন, আমাদের সংগ্রাম ততোদিন চলবে যতদিন না ধর্মনামক রক্তপিপাসু অসুরটাকে সমুলে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করতে পেরেছি।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড।
১লা মার্চ (যুক্তিবাদী দিবস) ২০০৪।